৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সবার জন্য শিক্ষা

দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের পক্ষে সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত দিল্লী ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন। মন্ত্রী, এমপি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরদান সমাপ্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। তবে অসম্ভব কাজ নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা যে অসম্ভব কাজ নয়, এ কথায় আস্থা রাখা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য জরুরী। উন্নয়ন চাইলে সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতেই হবে। শিক্ষার প্রসারের ওপর উন্নয়নের ব্যাপ্তিও নির্ভরশীল। একটা দেশের জনসাধারণ উন্নয়নের চালিকা শক্তি। উন্নয়ন কোন জনবিচ্ছিন্ন ধারণা কখনোই নয়। মানুষের স্বার্থ, কল্যাণ ও সুখ-সুবিধার লক্ষ্য সামনে রেখেই এ পৃথিবীর যাবতীয় উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের জন্যই যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সবধরনের উন্নয়ন হয়েছে; তেমনি উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা ও তার বাস্তবায়ন মানুষই করেছে। তবে উন্নয়নের প্রকৃত শক্তি ও ধ্যান-ধারণা সরবরাহ করতে পারে শিক্ষিত মানুষই। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠে শিক্ষার গুণেই। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে। প্রসারও হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিচিত্র প্রয়োগ ছাড়া আজকের যুগে উন্নয়ন ভাবা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পারে শিক্ষিত মানুষই। অই শিক্ষার প্রসার উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীর অনেক দেশই শিক্ষার প্রসার ঘটাবার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সাফল্য অর্জন করেছে। অনেকে যে কাজ করেছে তা আমাদের জন্য অসম্ভব হবার কোন কারণ নেই। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করলে সবার জন্য শিক্ষা বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে বলেই আমরা মনে করি।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়াসহ মোট নয়টি দেশ শিক্ষা সম্পর্কিত ঘোষণাটি গ্রহণ করেছিল। শিক্ষা সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত সচেতনতা এই দেশগুলির জন্য আসলে প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বের মোট অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ৭২ শতাংশের বাসই এই নয়টি দেশে। এই দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের অনগ্রসরতায় প্রমাণ হয় যে এই অনগ্রসরতা ও অশিক্ষা পারস্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঘটনা। বিশেষজ্ঞরা অনেকে মনে করেন অশিক্ষা অনগ্রসরতার কারণও হতে পারে আবার তার ফলাফলও হতে পারে। উন্নয়ন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী সমান তালে পাশাপাশি এগিয়ে নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।

বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বাজেটে এখন শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ। শিক্ষার জন্য খাদ্য বর্তমান সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বাংলাদেশের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এ ধরনের কর্মসূচী ফলপ্রসূ হবে-এটা আশা করা যায়। এ ছাড়াও প্রত্যন্ত এলাকায় ২০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয় চালু করাসহ বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বেশ কিছু বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার আলো সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য দল-মত পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে সবাইকে সম্মিলিতভাবে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবার জন্য আহবান জানিয়েছেন। জাতীয় স্বার্থকে যারা সবার ওপরে গুরুত্ব দেবেন তারা প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।